গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ২৫ জুলাই ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিদ্যুৎ মাশুল ও সিকিউরিটি চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা রাজ্যে বিদ্যুৎআলো বর্জন

গণআন্দোলনের এক নতুন অধ্যায় রচনা করল

১৯ জুলাই — সন্ধ্যা ঠিক ৭টা। শহর কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূব থেকে পশ্চিম বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে — সর্বত্রই নিভে গেল বিদ্যুতের আলো। নিভে গেল দোকানে দোকানে, ঘরে-ঘরে এমনকি ফুটপাতের বিদ্যুৎ আলোও। গোটা শহর যেন এক নিমেষে নিকষ অন্ধকারে ডুব দিল। লোডশেডিং নয়, হুমকি দিয়ে আলো বন্ধ করা নয় — এ ছিল মানুষের প্রাণের সাড়া। গভীর আবেগে স্বেচ্ছায় মানুষ কষ্ট স্বীকার করেছেন। দোকানী আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও বুঝিয়ে দিয়েছেন এ আন্দোলন তাদের নিজেদের — চাপিয়ে দেওয়া নয়। কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের সর্বনাশা বিদ্যুৎনীতির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা) তাদের দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই আধঘণ্টা বিদ্যুৎ আলো বর্জনের ডাক দিয়েছিল, সমর্থন জানিয়েছিল এস ইউ সি আই। দিনের পর দিন আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা ঘরে-ঘরে-রাস্তায়-দোকানে প্রচার করেছেন।

শুধু শহর কলকাতা নয়, সুদূর উত্তরবঙ্গের পার্বত্যভূমি থেকে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রের কাছাকাছি গ্রাম-শহর-গঞ্জ পর্যন্ত, যেখানেই বিদ্যুৎ পৌঁছেছে সেখানেই লক্ষ লক্ষ গ্রাহক বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অ্যাবেকার ডাকে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ আলো বর্জন করে। সংগঠিত নীরবতাও যে কী বিরাট শব্দময় হতে পারে, এদিনের আলো বর্জন তার এক উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করে গেল। সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের সাফল্যে অভিভূত মানুষ স্মরণ করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে। সেদিন নেতৃবৃন্দের আহবানে ঘরে ঘরে 'অরন্ধন'-এর মাধ্যমে অগণিত মানুষের নীরব প্রতিবাদ ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আর সুদীর্ঘকাল পরে ১৯ জুলাই বৈদ্যুতিক আলো বর্জন করে পশ্চিমবাংলার অগণিত সাধারণ মানুষ গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন প্রেরণাময় অধ্যায় সংযোজিত করলেন। সি পি এম-কংগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপি সহ সমস্ত সরকারি দলের ক্রমাগত আন্দোলনবিরোধী প্রচারের পরেও যে পশ্চিমবাংলার মানুষের আন্দোলনের মেজাজ

ছয়ের পাতায় দেখুন

লেনিন সরণীতে মোমবাতি নিয়ে গ্রাহকদের মিছিল

গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধ

বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল ও সিকিউরিটি ডিপোজিট প্রত্যাহার, স্কুল-কলেজের বাড়তি ফি ও ডোনেশান এবং মেডিকেল শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি বাতিল, চাষির উপর বাড়তি খাজনা ও সেস এবং জলকর প্রত্যাহার, চটশিল্পে কালাচুক্তি বাতিল, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবিতে এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২১ আগস্ট ২৪ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য ১৫ জুলাই দলের রাজ্য দপ্তরে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম, জনসাধারণের মতামত নিয়ে আমরা বন্‌ধ ডাকব। সেই বন্‌ধ ৪৮ ঘণ্টার হবে, না ২৪ ঘণ্টার হবে তাও জনসাধারণের মত নিয়ে আমরা ঠিক করব।

বন্‌ধের প্রশ্নে ১৭ লক্ষেরও বেশি মতামত আমরা সংগ্রহ করেছি। সবচেয়ে যারা গরিব — যারা দিন আনে দিন খায় এবং জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ ৪৮ ঘণ্টা বন্‌ধের পক্ষে মত দিয়েছেন; আর একটা অংশ ৭২ ঘণ্টা বন্‌ধ ডাকার জন্য আমাদের বলেছেন। অন্যদিকে রাজ্যের যেসব সংগঠিত শক্তি আমাদের প্রতিটি আন্দোলন সমর্থন করেন সেই বাজার কমিটি, দোকানদার কমিটি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি, হকার ইউনিয়ন — এরা অনুরোধ করেছে পুজোর মুখে আমরা যেন ১ দিনই বন্‌ধ পালন করি। এই মতামতগুলি পাওয়ার পরই, সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে — এমন বিচার বিবেচনা করেই আমরা ২৪ ঘন্টা বাংলা বন্‌ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

তিনি বলেন, "আমরা লক্ষ্য করছি, এ রাজ্যে যে শাসন চলছে তাতে গণতন্ত্র বা বামপন্থার ছিটেফোঁটাও নেই। এখানে বাস্তবে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, বিজনেস হাউস, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেটস, আমলা, পুলিশ ও ক্রিমিনাল — এদের একটা সম্মিলিত দুষ্টচক্র সমগ্র রাজ্যকে সমস্ত দিক থেকে 'কন্ট্রোল' করছে। যার ফলে গণআন্দোলনের উপরও চলছে এক সর্বাত্মক আক্রমণ। আমরা

আটের পাতায় দেখুন

মেডিকেল শিক্ষায় টিউশন ও ক্যাপিটেশন ফি

ছাত্র আন্দোলনের চাপে সরকার পিছু হটছে

মেডিকেল শিক্ষার অস্বাভাবিক ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ডি এস ও এবং সর্বস্তরের মেডিকেল ছাত্রদের নিজস্ব সংগঠন মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাকশন ফোরামের (এম এস এ এফ) আন্দোলনের চাপে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার পিছু হটেছে, বর্ধিত বেতন বহুলাংশে কমাতে বাধ্য হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই জয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সরকার প্রথমে বলেছিল, এম বি বি এসের বেতন হবে মাসিক ১০০০ টাকা। এ ঘোষণার পরেই ডি এস ও পথে নামে, মেডিকেল ছাত্ররা গড়ে তোলে স্টুডেন্টস এ্যাকশন ফোরাম। প্রতিরোধের প্রস্তুতি শুরু হয় কলেজগুলিতে। আন্দোলনের চাপে বিধানসভায় সরকার ঘোষণা করে বেতন হবে ৮৫০ টাকা। ছাত্ররা প্রতিবাদে মুখর হয়। আন্দোলন আরও তীব্র হওয়ায় সরকার তা আরও কমিয়ে ৭৫০ টাকা করার কথা বলছে। যদিও এই বেতনও সাধারণ ছাত্রদের নাগালের বাইরে এবং অন্যায্য। সংগ্রামী ছাত্ররা ঘোষণা করেছে, বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে তাদের আন্দোলন চলবে।

১৮ জুলাই এম এস এ এফ-এর ডাকে রাজ্যের মেডিকেল ছাত্ররা ধর্মঘট করে। ধর্মঘটের অভূতপূর্ব সাফল্যে আতঙ্কিত এস এফ আই নানা কলেজে পুলিশের সহায়তায় জবরদস্তি ক্লাস করানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। আর জি কর মেডিকেল কলেজে এইভাবে ধর্মঘট ভাঙতে এস এফ আই বাহিনী ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর হামলা করে এবং ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জীর হাত ভেঙে দেয় ও আরও কয়েকজন ছাত্রকে আহত করে। এই ঘটনায় প্রচুর ছাত্র জমা হয়ে যায় এবং ধর্মঘট ভাঙতে আসা কয়েকজন এস এফ আই নেতা ছাত্রদের প্রবল ধিক্কারের সামনে পড়ে অপমানিত ও অপদস্থ হয় এবং পুলিশের শরণাপন্ন হয়। এই হামলার

আটের পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে এস এফ আই-এর হামলায় আহত ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জী

স্বাস্থ্যের দাবিতে পুরুলিয়ায় অবস্থান

খরাপীড়িত, শিল্পহীন, দরিদ্র জেলা পুরুলিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষেই প্রাইভেট চিকিৎসা করানো অসম্ভব। অথচ গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীর একান্ত অভাবে হাসপাতালগুলো হানাবাড়িতে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকার ও বিনাব্যয়ে সুচিকিৎসা, কুকুর ও সাপে কামড়ানোর ওষুধ সরবরাহ, মহকুমা হাসপাতাল দিবারাত্র খোলা রাখা এবং অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা সহ ১৭ দফা দাবিতে ১৫ জুলাই পুরুলিয়া জেলা জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ডাকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে বহু মানুষ রঘুনাথপুর মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন ডাঃ ভাস্কর ভদ্র।

১৮ জুলাই মেডিকেল ছাত্র ধর্মঘটের দিন কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজে ধর্মঘটী ছাত্রদের বিক্ষোভ

জেলাশাসক জনগণের দাবি শুনলেন না

১৬ জুলাই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের দুই জেলাশাসক অফিসে ছিল এস ইউ সি আই দলের বিক্ষোভ ডেপুটেশন। কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপন, হিমঘর স্থাপন, চন্দ্রকোনা রোড-পাঁশকুড়া ভায়া ঘাটাল, তমলুক-দীঘা রেলপথ দ্রুত নির্মাণ এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও খাজনা-সেস-মিউটেশন ফি, জলকর বৃদ্ধি রোধের দাবিতে ছিল ঐ ডেপুটেশন।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আট শতাধিক নারী-পুরুষ-ছাত্র-যুবকদের এক সুসজ্জিত মিছিল তমলুক শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক অফিসে পৌঁছায়। ১০ দিন আগে ডেপুটেশনের কথা জানানো সত্ত্বেও এবং অফিসে উপস্থিত থেকেও ডি এম জনগণের দাবিপত্র নিতে না চাওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিনিধিরা জেলাশাসককে ধিক্কার জানান। জেলাশাসকের এই উদ্ধত আচরণের খবর পেয়ে উপস্থিত জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিসের বিক্ষোভ ডেপুটেশনে পাঁচ শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক অফিসের গেটে উপস্থিত হলে পুলিশ মিছিলের পথ আটকায়। এখানেও জেলাশাসক, সহকারী জেলাশাসক কেউ উপস্থিত ছিলেন না। বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এই ঘটনা সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক চরিত্রকেই আবার প্রকাশ করলো।

এই সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করতে আরো জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে নেতৃবৃন্দ আহবান জানান।

সুচিকিৎসার দাবিতে রামপুরহাটে বিক্ষোভ

দফায় দফায় সরকারি হাসপাতালের চার্জ বাড়ানো হচ্ছে। অথচ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতির অভাবে এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্য রোগী মারা যাচ্ছে। বাইরে থেকে বেশিরভাগ পরীক্ষা করাতে ও ওষুধ কিনতে হচ্ছে। সাপে কাটা ও কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক ওষুধও হাসপাতালে থাকে না। রামপুরহাট হাসপাতালে গর্ভবতী মায়েদের নর্মাল ডেলিভারির পরিবর্তে প্রায়শই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রসব করানো হচ্ছে, যার খরচ যোগানো গরিবের সাধ্যাতীত।

সরকারি হাসপাতালকে কার্যত নার্সিংহোম বানাবার সরকারি চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে হাসপাতালে বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে গত ১৪ জুলাই রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টকে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি উপস্থিত না থাকায় ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। হাসপাতাল চত্বরে বহু মানুষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন।

জাল মার্কশিট চক্রের বিরুদ্ধে ডি এস ও'র বিক্ষোভ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল মার্কশিট চক্রের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের দাবিতে ১০ জুলাই ডি এম অফিসে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। জেলা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। শুধু মার্কশীট জালের ঘটনাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসকদলের আশীর্বাদধন্য একটি দুষ্টচক্র যথেচ্ছ দুর্নীতি, তহবিল তছরুপ, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত কাজ অবাধে করে চলেছে। ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাতের ঘটনা সি এ জি রিপোর্টে ধরা পড়েছে। পরীক্ষার আগের দিন ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের নমুনা ডি এস ও'র পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার পরেও সেই প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শাসকদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণামে চুনি কোটালকে জীবন দিতে হয়েছে। হত্যা কিংবা আত্মহত্যায় জীবন গেছে কয়েকজন কর্মীর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গনে ঘটে যাওয়া এইসব চরম নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে এগিয়ে আসা প্রতিবাদী ছাত্রসংগঠন ডি এস ও'র কর্মীদের উপর পৈশাচিক আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উদাসীন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত দাস জানিয়েছেন, অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ডি আই অফিসেও বিক্ষোভ দেখানো হয়।

<u>বাঁকুড়া</u>

সিমলাপালে স্বাস্থ্য কনভেনশন

বাঁকুড়া জেলার সিমলাপালে ১৩ জুলাই এক স্বাস্থ্য কনভেনশনে বিভিন্ন অংশের মানুষ উপস্থিত হন। কনভেনশনে বক্তারা জেলা ও ব্লক হাসপাতালগুলিতে গরিব মানুষের চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার নানা ঘটনা, ওষুধের অভাব, চিকিৎসায় অবহেলা সহ নানা সমস্যা তুলে ধরেন। প্রথমে বক্তব্য রাখেন তুষারকান্তি নায়ক। কনভেনশনের প্রধান বক্তা, বাঁকুড়া জেলা 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'র সহ সভাপতি ডাঃ তন্ময় মণ্ডল তাঁর আলোচনায় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির সমালোচনা করে বলেন, সরকারের ব্যর্থতা ও অপদার্থতার দায় দু'চারজন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাড়ে চাপিয়ে সরকার নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আন্দোলন ছাড়া গরিব ও সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানো সম্ভব নয়। কনভেনশন থেকে ব্লক 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়।

বাঁকুড়া গোবিন্দনগর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অব্যবস্থা ও নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১০-১২ জুলাই জেলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ব্যাপক গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও প্রচারের কর্মসূচি পালন করা হয়।

হাওড়ায় কৃষক বিক্ষোভ

জমির খাজনা, বিদ্যুতের মাশুল, পৌরসভার কর ইত্যাদি কমানো এবং খাল-রাস্তাঘাট সংস্কার প্রভৃতি দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই-এর হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে গত ১১ জুলাই এস ডি ও'র কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সমবেত জনতার সামনে বক্তব্য রাখেন কমরেড অসিত রায়, মিনতি সরকার, অজিত দাস, শ্যামল হালদার প্রমুখ।

<u>বীরভূম</u>

মিনি স্টিল প্ল্যান্টে চাকরির দাবিতে যুব-বিক্ষোভ

সিউড়ীর নিকটবর্তী জীবধরপুরে অবস্থিত মিনি স্টিল প্ল্যান্ট সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। এখানে যুবকদের কাজে নিয়োগের দাবিতে গড়ে ওঠা যুব সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে গত ১১ জুলাই প্রায় শতাধিক যুবক মিছিল করে কারখানার গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ম্যানেজারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। বিক্ষোভরত যুবক এবং কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও'র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মানস সিংহ এবং এস ইউ সি আই সিউড়ী ১নং লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বাধীন দলুই। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের মদতপুষ্ট

মালিকী শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে চটকল শ্রমিকরা

চটকল কর্মচারি বিমলবাবুর ৩৫ বছরের কেরানী জীবন। অবসরের আর মাত্র দু'বছর বাকি। এরই মধ্যে জীর্ণ সংসারে এসে পড়লো কঠিন কন্যাদায়। মেয়ের বিয়ে ঠিক করে বিমলবাবু মিল কর্তৃপক্ষের কাছে ৩০ হাজার টাকা চেয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের লোনের দরখাস্ত করলেন। এই মিলের পূর্বতন মালিক ব্রিয়ালি সাহেব আগেই পি এফ থেকে সিকিউরিটি ভেঙে ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে সরে পড়েছেন। বর্তমান বেনামদার মালিকও পি এফ-এর বকেয়া বাড়িয়েই চলেছেন। ফলে বিমলবাবুর দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তিনি পি এফ কমিশনারের দ্বারস্থ হলেন। পি এফ কমিশনার মিল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে লোন দেবার নির্দেশ দিলেন। পি এফ কমিশনারের চিঠি পেয়ে ক্ষিপ্ত মিল কর্তৃপক্ষ বিমলবাবুকে চাকরি থেকেই বরখাস্ত করে দিলেন। বিমলবাবু এর প্রতিবাদ করায় তাঁর কোয়ার্টার থেকে জল-লাইট কেটে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, বিমলবাবুর বৌদি বেবী ক্রেশে কাজ করতেন, তাঁরও চাকরি গেল। অসহায় বিমলবাবু সুবিচার চেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে চার-চারবার আর্জি জানালেন। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের নিয়ে সদাব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীর সময় হয়নি এক অখ্যাত শ্রমিকের নালিশের কোন প্রতিকার করার। কোন অন্যায় না করেও শুধুমাত্র পি এফ কমিশনারের কাছে আর্জি জানানোর অপরাধে রুটি-রুজি বাঁচার আশা হারিয়ে আজ টিটাগড় মাঠকলের বিমলবাবু ঠিক করেছেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে গিয়ে আত্মহত্যা করবেন। অনেকেই ভাববেন এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই 'স্বর্ণতন্ত্র' শিল্পে শ্রমিকের আত্মহত্যা, অশ্রুপাত, বিচার না পাওয়ার হাহাকার, শ্রমিকের জীবনযন্ত্রণার ইতিহাস আজ অবিচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপক।

শিল্প শ্রমিকদের শোচনীয় দিনযাপনের কথা উঠলেই সাধারণত দুটি দোহাই দেওয়া হয় — (এক) শিল্পে রুগ্নতা, (দুই) শ্রমিকদের উৎপাদন বিমুখতা, অর্থাৎ শ্রমিকরা কাজ করেনা, সেজন্য উৎপাদন মার খায়। কিন্তু চটশিল্পের ক্ষেত্রে এই দু'টি দোহাইয়ের একটিও খাটেনা। কোন শিল্পকে 'রুগ্ন' বলা হয়, যখন সেই শিল্পের তৈরি করা পণ্যের বাজার থাকে না, পণ্য বিক্রি হয় না। ফলে উৎপন্ন পণ্য গুদামে পড়ে থাকে, মালিকের লাভ মার খায়, পুঁজি নষ্ট হয়। এর কোনটাই চটশিল্পের ক্ষেত্রে ঘটছে না বা ঘটেনি।

একথা ঠিক যে, বাধ্যতামূলক জুট প্যাকেজিং আইন (১৯৮৭) কেন্দ্রীয় সরকার শিথিল করে দিয়েছে। এর ফলে খাদ্যশস্য ও চিনির ক্ষেত্রে চটের ব্যবহার যেটা ১০০ শতাংশ হওয়ার কথা, সেটা কমে গেছে। সার ও সিমেন্টের ক্ষেত্রেও আগে যেমন চটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল, এখন তা নেই। এসব ক্ষেত্রে সিন্থেটিক বা প্লাস্টিক ঢুকে পড়েছে। এ ঘটনাকেই সি পি এম এবং সিটু নেতারা বড় করে দেখিয়ে রাজ্যের চট শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন। এইভাবে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার নিজস্ব দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা চালায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার বিরুদ্ধে মৌখিক বিরুদ্ধতা ও কাগুজে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কার্যকর কোনও আন্দোলনের পথে তারা ভুলেও পা বাড়ান না।

ঘটনা হল, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভূমিকা সত্ত্বেও দেশে ও বিদেশে চটের ব্যাগের বাজার যথেষ্ট তেজি। বিদেশে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং পরিবেশ-দূষণকারী সিন্থেটিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে প্যাকেজিং-এর জন্য পাটের চাহিদা যথেষ্ট আছে। চটশিল্পের ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাহিদারই পরিচয় দেয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে চটশিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ১৩.২০ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বেড়ে ১৬.৩২ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছায় (তথ্যসূত্র ঃ লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল)। মালিকরা এভাবে ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াত না, যদি উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে মোটা মুনাফা করা না যেত।

ইতিপূর্বে যে চটের ব্যাগ টন প্রতি ১৩,০০০ টাকায় বিক্রি হত, এখন তার দাম হয়েছে ২২,০০০ টাকা। হেসিয়ান বিক্রি হচ্ছে টন প্রতি ৩০,০০০ টাকায়। কেমন মুনাফা করছে চটশিল্পের মালিকরা? বিভিন্ন মিলের হিসাবপত্তর ঘেঁটে এর সঠিক তথ্য পাওয়া যাক বা না যাক্, খালি চোখে মিল মালিকদের ফুলে ফেঁপে ওঠার বহর দেখলেই বোঝা যায় মোটা অঙ্কের মুনাফা তারা ঘরে তুলছে প্রতি বছর। শিল্পপতি অরুণ বাজোরিয়া ১টা চটকলের মালিক থেকে এখন ১০টার মালিক। একই অবস্থা আর এক বড় মালিক গোবিন্দ সারদা'র। ১টা থেকে তিনি এখন ৯টা চটকলের মালিক। চটশিল্প 'রুগ্ন' হলে, এবং মুনাফা না থাকলে মালিকরা এ ব্যবসা এভাবে বাড়াত কি ?

চটশিল্পের ক্রমাগত উৎপাদনবৃদ্ধির পিছনে প্রযুক্তি বা আধুনিক যন্ত্রপাতির তেমন কোনও অবদান নেই। মালিকরা এখানে নতুন প্রযুক্তি বা নতুন মেশিন প্রায় কিছুই বসায়নি। পুরনো মেশিনে হাড়ভাঙা শ্রম দিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে শ্রমিকরাই। উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু শ্রমিক সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । ১৯৯৩-৯৪ সালে যখন উৎপাদন ছিল ১৩.২ লক্ষ টন, তখন চটশিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৭০ হাজার। এখন উৎপাদনের পরিমাণ ১৬.৩২ লক্ষ টন, অর্থাৎ আগের থেকে ৩.৩০ লক্ষ টন বেশি। অথচ শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার, অর্থাৎ আগের থেকে ৯০ হাজার কম। বোঝাই যায় শ্রমিক পিছু কাজের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে বিপুল হারে। এখন প্রতিটি চটকল শ্রমিক আগের চেয়ে অনেক বেশি হারে উৎপাদন করছে। অর্থাৎ বাড়তি উৎপাদনের পুরো বোঝা বহন করে চলেছে শ্রমিকরাই।

এই কঠোর শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকরা কী পেয়েছে? পুরনো মেশিনে কম শ্রমিকে প্রায় দ্বিগুণ বাড়তি কাজের বোঝা স্বাভাবিকভাবে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। ২০০১-০২ সালে এক বছরেই চটকলে দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ২২,৫০০টি (সূত্র ঃ লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল)। ঐ সূত্রেই জানা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সকল শিল্পে মোট যত দুর্ঘটনা হয়েছে তার ৬১.৬ শতাংশ ঘটেছে চটকলে, যার শিকার হচ্ছে শ্রমিকরাই। কত শত শ্রমিক পরিবার এর ফলে ভেসে গেছে, কে তার খবর রাখে! চটশিল্পে শোষণের জাঁতাকলে পড়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মহিলা শ্রমিক। ৮০'র দশকেও চটশিল্পে হাত সেলাই, ওয়াইণ্ডিং, বেবী ক্রেশ, ব্যাচিং ইত্যাদি ডিপার্টমেণ্ট মহিলা শ্রমিক দিয়েই চলত। কিন্তু মালিকরা ম্যাটারনিটি লিভ, বেবী ক্রেশ ইত্যাদি তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মালিকদের চাপানো ভয়াবহ কাজের বোঝা মহিলারা টানতে পারবে না, এই হিসাব কষে মহিলা শ্রমিক নিয়োগই মালিকরা বন্ধ করে দিয়েছে। এ ঘটনাই বুঝিয়ে দেয়, চটশিল্পের শ্রমিকদের উপর কাজের বোঝার চাপ কত নির্মম।

চটকলে কাজের পরিবেশকে মর্মান্তিক বলা যায়। শ্রমিকরা কনভেয়র বেল্ট, প্লেসিং রোলার, টিজার কল, স্পিনিং ফ্রেমের তলায় ভয়ঙ্কর পাটের ধুলোর মধ্যে যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, প্লুরিসি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ওদের ফুসফুসে জমছে ধুলো; বায়ু চলাচল হীন অন্ধকার খুপরিতে (যার নাম লেবার কোয়ার্টার) শ্রমিকদের বুকগুলি হাঁপরের মতো ওঠানামা করে একটু তাজা বাতাসের অভাবে — মাঝে-মধ্যেই মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে রক্তবমির চিহ্ন।

মালিকী শোষণের কত নির্মম জাঁতাকলে চটকল শ্রমিকদের প্রতিদিন পেষাই চলছে, খুঁটিয়ে না জানলে তা কারও পক্ষে বোঝাই অসম্ভব। চটশিল্পে যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার শ্রমিক কাজ করে, তাদের মধ্যে ৮০ হাজার শ্রমিকই স্থায়ী নয়। কিন্তু এদের অস্থায়ী শ্রমিকও বলা যাবে না। এমন ব্যবস্থাই মালিকরা করেছে যাতে অস্থায়ী শ্রমিকও আইনত যেটুকু অধিকার পেতে পারে ওরা সেটাও না পায়, এবং কখনও স্থায়ী হওয়ার দাবিই না তুলতে পারে। এদের নানা নামে চিহ্নিত করা হয় — কোথাও এরা কন্ট্রাক্ট লেবার, কোথাও ভাউচার মজুর, কোথাও সৌখিন নাম দিয়ে বলা হয় ট্রেনি-লার্নার। এক কথায় এরা বেনামদার মজুর, কোম্পানির কোনও খাতায় এদের নাম পাওয়া যাবে না। এদের মজুরিও মালিকের মর্জিমাফিক এবং কখন কাজ পাবে, আদৌ পাবে কিনা — সবটাই মালিক ও তাদের দালালদের হাতে। চটকলে শ্রমিকসংখ্যা ক্রমাগত কমেছে, কিন্তু তাকে 'শ্রমিক ছাঁটাই' বলা যাবে না। কারণ, শ্রমিক হিসাবে যাদের নামই কোথাও লিখিত নেই তাদের বসিয়ে দিলে, কাজ না দিলে, তাকে ছাঁটাই বলে প্রমাণই করা যাবে না। ছাঁটাই করলে আইন অনুযায়ী ঐ শ্রমিকদের কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা, সেটাও এক্ষেত্রে মালিকদের দিতে হয় না।

চটশিল্পে এই মালিকী জুলুম ও নৈরাজ্য বাড়ছিল বহুদিন ধরেই। লেওফ, লকআউট, ছাঁটাই করা, পি এফ-গ্র্যাচুইটি-ই এস আই-এর টাকা আত্মসাৎ করা, কম মজুরির বেনামদার শ্রমিক নিয়োগ, কুখ্যাত ভাগা প্রথা চালু, প্রচলিত শ্রম আইন না-মানা, ইত্যাদি ৮০'র দশকের শেষভাগ থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই সময় থেকে কিছু চূড়ান্ত অসাধু প্রোমোটার ও কাঁচা পাট কেনা-বেচার দালাল বামফ্রন্ট সরকারের আশীর্বাদে এবং সি পি এম নেতাদের আশ্রয়ে চটশিল্পকে প্রায় কবজা করে নেয়। শ্রমিকদের মারতে মালিকরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যায়ক্রমে (রোটেশনাল) লকআউট ঘোষণা করে মিল বন্ধ রাখা শুরু করে। ৯০-এর দশকের পুরো সময়েই ৫৯টি চটকলের মধ্যে প্রতি বছর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ১২ থেকে ২৫টা চটকল লকআউট করে বন্ধ রাখে মালিকরা — লকআউট হচ্ছে মালিকের হরতাল। লকআউট তোলার জন্য মালিকদের শর্ত আরও শ্রমিক কমাও, আরও মজুরি কমাও। এই শর্তও দেওয়া হল মিলভিত্তিক। অর্থাৎ যে মিলে মালিক লকআউট করেছে, সেখানকার শ্রমিকদের মালিক হুমকি দিয়ে বলল — কম মজুরি নেওয়ার শর্ত মেনে মিলভিত্তিক চুক্তি করলে লকআউট উঠবে, অন্যথায় নয়। এর দ্বারা রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় সমগ্র শিল্পভিত্তিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তির যে ব্যবস্থাটা দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করা হয়েছিল, মালিকরা সেইটাকেই উড়িয়ে দিল। সি পি এম, সিটু ও তাদের সরকার মালিকদের এই নগ্ন বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে কিছুই বলল না। এসময় থেকেই চটশিল্পে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ছাঁটাই ও রিটায়ার্ড শ্রমিকদের জায়গায় কনট্রাক্ট শ্রমিক নিয়োগ, স্বল্প বেতনের বেনামদার বেআইনি শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপক হারে শুরু হয়। গ্যাঞ্জেস-অম্বিকা-ফোর্ট গ্লস্টার-মেঘনা-ইস্টার্ণ-হুগলি-ভিক্টোরিয়া-টিটাগড় প্রভৃতি চটকলে প্রায় ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ শ্রমিক কম মজুরির বেনামদার শ্রমিকে পরিণত হয়ে যায়। এই ধরনের শ্রমিকদের যে ইচ্ছামত কম মজুরি দেওয়া হয় তা শুধু নয়, এদের জন্য চাকরির কোনও শর্ত নেই। পি এফ, ই এস আই, গ্র্যাচুইটি, যা দেশের আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রাপ্য, তার কিছুই এদের দেওয়া হয় না। শুধু এরাই নয়, এমনকি স্থায়ী শ্রমিকদের কাছ থেকে মাসের পর মাস পি এফ-এর জন্য কেটে নেওয়া টাকা চটকল মালিকরা আত্মসাৎ করেছে। চটশিল্পে 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে' বকেয়ার পরিমাণ পি এফে ১৬৫.২৭ কোটি টাকা, ই এস আইতে ৯৫.৫৬ কোটি টাকা এবং গ্রাচুইটিতে ১২০ কোটি টাকা। শুধুমাত্র নদীয়া জুট মিলেরই পি এফ বকেয়ার পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা। বহু মিলের দরজাতেই দেখা যায় অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ শ্রমিক অথবা শ্রমিকদের বিধবা স্ত্রীদের অসহায় উপস্থিতি — প্রাপ্য টাকা পাওয়ার আশা নিয়ে দিনের পর দিন তারা আসে আর ফিরে যায়।

চটকল শ্রমিকদের ইতিহাস কিন্তু এমন অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে মার খাওয়ার নয়। এই শিল্পে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের ৫০-৬০ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। চটশিল্পে টানা ৮৪ দিনের ধর্মঘটও একসময় করেছে শ্রমিকরা। তবে আজ এই বেপরোয়া মালিকী আক্রমণের মুখেও শ্রমিক আন্দোলন নেই কেন — এই প্রশ্ন দেখা দেয়ই। শ্রমিকদের আন্দোলন করার মানসিকতা আছে, তারা লড়াই চায়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ট্র্যাডিশনও এ রাজ্যে ছিল। সেই যুক্ত আন্দোলনকে শেষ করে দিয়েছে সিটু, আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি'র

চারের পাতায় দেখুন

১৮ আগস্ট থেকে চটশিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

তিনের পাতার পর

চূড়ান্ত আপসকামী নেতৃত্ব, সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের সহায়তায়।

১৯৯৮ সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এক বছরের মধ্যে যখন মালিকপক্ষ নতুন চুক্তি করল না, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে ২০০০ সালের ২২ মার্চ থেকে চটশিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ঐ ধর্মঘটের অন্যতম দাবি ছিল, বেনামদার অনিয়মিত শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়মিত শ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করা। কিন্তু ধর্মঘট শুরুর আগের দিন ২১ মার্চ সিটু নেতা প্রয়াত নীরেন ঘোষ ও আই এন টি ইউ সি নেতা সুব্রত মুখার্জী সিটু অফিসে মালিকদের ডেকে তাদের হাতে একটি তথাকথিত চুক্তির খসড়া তুলে দিয়ে বলেন, যে মালিক তাতে সই করবে তার চটকলে ধর্মঘট করা হবে না। যুক্ত আন্দোলনের শরিক অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে অন্ধকারে রেখে মালিকদের সাথে এমন বন্দোবস্ত করে সিটু-আই এন টি ইউ সি নেতৃত্ব যুক্ত আন্দোলন ভাঙলেন এবং শিল্পভিত্তিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পথ থেকে সরে গিয়ে মালিকদের স্বার্থে চটকলভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির রাস্তা প্রশস্ত করে দেন। এই বিশ্বাসঘাতকতায় অনৈক্য ও নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস শ্রমিকদের গ্রাস করে। এরপরও ২০০১ সালে ১৮টি কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের মধ্য থেকে মাত্র পাঁচজন নেতাকে বেছে নিয়ে মালিকদের সাথে যুক্ত 'কোর কমিটি' গড়া হয় সমস্যা ও দাবিদাওয়া আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী ঐ সময়ই বলেছিল, এই 'কোর কমিটি' শ্রমিকদের সমস্যার সুরাহা করতে পারবে না, বাস্তবে হলও তাই।

২০০১ সালেই ১৮টি কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ থাকার শপথ নিয়ে যৌথভাবে দাবিপত্র পেশ করে। রাজ্য শ্রমদপ্তর তার মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়। তখন যৌথভাবে ২০০২ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এবারও ধর্মঘট শুরু হবার দু'দিন আগেই ৫ জানুয়ারি সি আই টি ইউ-আই এন টি ইউ সি-এ আই টি ইউ সি অন্য ইউনিয়নগুলির সাথে আলোচনা না করেই, তড়িঘড়ি শ্রমমন্ত্রী মহঃ আমিনের মধ্যস্থতায় একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দেয়। অন্যদেরও তারা সই করার জন্য নির্দেশ দেয়। ওই চুক্তি দ্বারা মালিকদেরই দুটি দাবিকে মেনে নেওয়া হল, যা শ্রমিকদের দু'টি হাত কেটে নেবারই নামান্তর। শ্রমিকরা কিছুই পেলনা চুক্তিতে। চুক্তির নামে যা হল তা শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি নীতিহীন ষড়যন্ত্রমূলক সমঝোতা। এবং এই চুক্তিটি হল পূর্বেকার সমস্ত চুক্তির চাইতে মৌলিকভাবে আলাদা। কোনও যুক্তি নেই, কোনও ভিত্তি নেই, নেই কোনও মত বিনিময়, নেই কোনও শ্রমিকদের রায় — চটশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি করে দেওয়া হল দৈনিক ১০০ টাকা। সি আই টি ইউ-আই এন টি ইউ সি-এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব শ্রমিকদের মানুষ বলেই মনে করলেন না। চুক্তিতে বলা হল, ২০০২ সালের ৫ জানুয়ারির পর যে সব শ্রমিক ভর্তি হবে তাদের মজুরি বর্তমানে প্রচলিত ১৭৪ টাকার পরিবর্তে কমে হবে ১০০ টাকা। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি দীর্ঘদিন যাবত কম মজুরিতে শ্রমিক খাটানো এবং বেতন বৈষম্য বন্ধ করার প্রধান দাবি নিয়ে লড়ছিল। কিন্তু চুক্তির দ্বারা কম মজুরি এবং বেতন বৈষম্যকেই আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে মেনে নেওয়া হল। সমকাজে হল চরম অসম বেতন। কোন কমিশন নয়, কোন কোর্ট নয়, নয় কোন ট্রাইবুনাল — এই প্রথম চুক্তির দ্বারা চটশিল্পের মতো বৃহৎ শিল্পের মজুরি নির্ধারিত হয়ে গেল। দৈনিক ১০০ টাকা প্রারম্ভিক মজুরি নয়, হয়ে গেল স্থায়ী মজুরি, যা কখনও বাড়বে না। আগামী পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে সমস্ত পুরনো শ্রমিক চটশিল্প থেকে বেরিয়ে গেলে চটশিল্প চলবে শুধু এই অর্ধেক বেতনের মজুরদের নিয়েই। এই মজুরি বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বেঁচে থাকার মত মজুরির চাইতেও কম।

এভাবে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ সরকারি সীলমোহর দিয়ে মজুরি কমিয়ে দেওয়ার নজির আর কোনও শিল্পে পাওয়া যাবে না। চটশিল্পে মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ট্রাইবুনালের দ্বারা। সেই রায় কার্যকর করাতেও শ্রমিকদের দীর্ঘদিন লড়তে হয়েছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত সেই মৌলিক অধিকার সি আই টি ইউ-আই এন টি ইউ সি-এ আই টি ইউ সি নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় খর্ব হয়ে গেল।

মালিকরা গত ৪-৫ বছর ধরে উৎপাদনভিত্তিক বেতন চালু করার দাবি তুলছিল। শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে কাজের বোঝা বাড়ানোর আর জায়গা নেই বলেই ধূর্ত মালিকরা এই দাবি তুলে আসলে শ্রমিকের মজুরি কাটতে চাইছিলো। ২০০২ এর ৫ জানুয়ারির চুক্তিতে মালিকদের এই দাবিটিও স্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন নেতারা মেনে নিলেন। চুক্তির ফলে শ্রমিকদের মোট বেতনের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকবে। চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কতটা হবে তা বিভিন্ন মিলের ম্যানেজমেণ্টই ঠিক করবে। বিভিন্ন মিল ম্যানেজমেণ্ট মেশিন স্পীডের হিসাবে সর্বোচ্চ টার্গেট ঠিক করে রেখেছে। এখানেও অসাধু মালিকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তারা কতটা লক্ষ্যমাত্রা রেখে কতটা বেতন কাটবে। অথচ উৎপাদন কম হবে, না বেশি হবে তা নির্ভর করে মূলত মেশিনের অবস্থা, কাঁচামালের গুণমান এবং কাজের পরিবেশের উপর। শ্রমিক শুধু সততার সাথে আট ঘণ্টা শ্রম দিতে পারে। অসাধু মালিকরা কাঁচামালের গুণগত মান রক্ষা করে না। মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ হয়না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, কোনও কারণে উৎপাদনের অর্ডার না থাকলে বা মালিক উৎপাদন না করলে সমস্ত কোপটা শ্রমিকদের ঘাড়ের উপরই পড়বে।

২০০২ সালের ৫ জানুয়ারির উপরোক্ত সর্বনাশা চুক্তি শ্রমিকরা মেনে নেয়নি। তারা ঘ্রাণশক্তি দিয়েই বুঝেছিল যে স্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন নেতৃত্ব চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শ্রমিকদের সাথে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী এবং অন্যান্য কয়েকটি ইউনিয়ন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয়নি। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী তথা বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি প্রবীণ শ্রমিক নেতা কমরেড সনৎ দত্ত, মহঃ আমিনের সামনে এই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে ওয়াক-আউট করেছিলেন। শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৭ জানুয়ারি কাজ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বহু মিলে ৭ জানুয়ারির পরেও ধর্মঘট চলতে থাকে। কমরেড সনৎ দত্ত চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই সাংবাদিকদের বলেন যে, 'অধিকাংশ ইউনিয়নগুলির মতামত না নিয়েই চূড়ান্ত স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে চুক্তি হল তা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কালা চুক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর এই কণ্ঠস্বর ছিল যেন শ্রমিকদের মনের কথা। চুক্তির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিগত দেড় বছর ধরে শ্রমিকরা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক এই চুক্তি বর্জন করা সত্ত্বেও সি আই টি ইউ-আই এন টি ইউ সি-এ আই টি ইউ সি নেতৃত্বের সম্বিৎ ফেরেনি। তারা স্থানীয় মাফিয়া-পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পর্যন্ত এই চুক্তিকে চালু করার চেষ্টা করেছে — কিন্তু পারেনি। এইসব ইউনিয়ন নেতৃত্ব মালিকদের কাছে দায়বদ্ধ। হেস্টিংস জুটমিল, বিড়লাপুর জুটমিল সহ কয়েকটি মিলের শ্রমিকরা তিন-চার মাস পর্যন্ত চুক্তি প্রত্যাহারের দাবিতে ধর্মঘট চালিয়ে গেছে। এই চুক্তি কার্যত বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত। তবু এইসব নেতৃত্ব এই 'কালাচুক্তি'র শবদেহকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। শ্রমিকরাই বিচার করবে এদের এই আচরণের অর্থ কী হতে পারে!

২০০২ সালের ৫ জানুয়ারির এই আত্মসমর্পণের পর মালিকরা দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। চুক্তি হবার পর থেকেই মালিকরা বর্ধিত ডি-এ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতিটি চটকল শ্রমিক বর্তমানে ৩০০ টাকা মাসিক মজুরি কম পাচ্ছে।

মালিকরা বলছে, 'চুক্তিকে মেনে নাও, তাহলে ডি এ দেব।' এছাড়াও মালিকরা কনট্রাক্ট শ্রমিক সংখ্যা বাড়াচ্ছে, শ্রমিকদের আপ গ্রেডেশান, পি এফ-গ্র্যাচুইটির টাকা জমা দেওয়া আটকে দেওয়া হচ্ছে, চলছে কম বেতনে কত বেশি শ্রমিক লাগানো যায় তার প্রতিযোগিতা। রাজ্যের শ্রমদপ্তর এতদ্‌সত্ত্বেও এইসব মালিকদেরই তোষণ করে যাচ্ছে।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সহ আরও কয়েকটি ইউনিয়নের উদ্যোগে এই চুক্তির বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চলছে। ধর্মঘট ছাড়াও এলাকায় এলাকায় শ্রমিক কনভেনশন, গেট মিটিং, সংগ্রাম কমিটি গঠন, আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করার কর্মসূচি চলছে। হাজার হাজার শ্রমিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। আগামী ১৮ আগস্ট থেকে লাগাতার ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছে।

আজ শুধু চটকল শ্রমিকদের উপরই নয়, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর ওপর এক ব্যাপক এবং সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে এসেছে। চটশিল্পের চুক্তিতে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য শিল্পের মালিকরাও রাজ্য সরকারের উপর 'চটকল মডেল' চুক্তি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। এছাড়াও ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, ডাক ও তার, ইস্পাত, কয়লা, চা শিল্পে এমনকি শিক্ষকদের উপরও নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর আক্রমণ। বেসরকারীকরণ, উদারীকরণ, কনট্রাক্ট শ্রমিক প্রথা চালু করা, বিশ্বায়ন ইত্যাদির ধাক্কায় শ্রমিকশ্রেণীর জীবন আজ জেরবার হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ডব্লু টি ও'র নির্দেশে দেশকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে লুণ্ঠনের স্বর্গ হিসাবে তুলে ধরছে। দ্বিতীয় শ্রম কমিশন একদিকে যেমন আইন সংশোধন করে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, অন্যদিকে ছাঁটাই-লক-আউট-ক্লোজারকে আইনি স্বীকৃতি দিচ্ছে। রাজ্যের সি পি এম সরকারও মুখে যতই বিশ্বায়নবিরোধী কথা বলুক না কেন, কার্যত তারা বিশ্বায়নের উপযোগী করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গকে তুলে ধরতে চাইছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ইতালি সফরে গিয়ে একটি কথাই আন্তর্জাতিক পুঁজির সামনে তুলে ধরেছেন, তাহল, সস্তায় শ্রমশক্তি, সস্তায় কাঁচামাল আর শিল্পে শান্তি — অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনহীন পশ্চিমবঙ্গ নামক 'বাজার' এর বিজ্ঞাপন। বামফ্রন্ট সরকারের ধারণা, শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দিলে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের দাম কমিয়ে দিলে শকুনচক্ষু দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা পশ্চিমবঙ্গে এসে বিনিয়োগ করবে। এই ধারণা ভ্রান্ত এবং বিপজ্জনক। এতে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণীর উপর লুঠতরাজ বাড়তে পারে — সমৃদ্ধি হতে পারে না। কারণ দেশের শ্রমজীবি মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হল প্রকৃত উন্নতি — জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুঁজি-দস্যুদের লুণ্ঠনের দ্বারা উন্নয়ন আসতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বার বার হুমকি দিচ্ছেন — 'কোন জঙ্গী আন্দোলন বরদাস্ত করা হবেনা', 'শ্রমিক অশান্তি চলবে না', 'ঘেরাও করা চলবে না।' গোয়েঙ্কা-নেওটিয়া-পোদ্দার-বাজোরিয়া-গোদরেজ-বিড়লা পরিবেষ্টিত মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতার গজদন্তমিনারে বসে আন্দোলন-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিরুদ্ধে যতই ফরমান জারি করুন না কেন ইতিহাসের চাকা কিন্তু অন্যপথে ঘুরছে। বঞ্চিত-অত্যাচারিত-লুণ্ঠিত-শোষিত শ্রমিক ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধভাবে সুমহান রক্তপতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে অচিরেই আওয়াজ তোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে — 'পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোল।' না, আত্মহননের অন্ধকার পথ নয়, হতাশা নয়, শত সহস্র বিমলবাবুদের এ লড়াইয়ে আজ সকলকেই সামিল হতে হবে। শৃংখল ছাড়া সর্বহারাদের হারাবার কিছু নেই।

কর্ণাটকে যুব জাঠা

কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলার সাহাবাদ শহরে ৩০ জুন সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র 'সদস্য সংগ্রহ জাঠা' কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচি উদ্বোধন করে এই যুব সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড রামান্না এস আই বলেন, অশ্লীল সিনেমা পত্র-পত্রিকা ও নীতিহীনতার চর্চা যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে শাসকশ্রেণী তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাচ্ছে। অন্যদিকে আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দল যুবসমাজকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। বেকার সমস্যা সহ জনজীবনের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সঠিক নেতৃত্বে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সচেতন যুবকদের ডি ওয়াই ও'র সদস্য হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান। সংগঠনের সাহাবাদ শহর কমিটির সভাপতি কমরেড হনুমন্ত কেটরে ও কমরেড রাজেন্দ্র আতনুর বক্তব্য রাখেন। ঐ দিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সারা শহরে ঐ জাঠার মাধ্যমে পাঁচ শতাধিক যুবক ডি ওয়াই ও'র সদস্য হন।

"আমরা আমেরিকানদের মেরে তাড়াব"

'মার্কিনীরা ভেবেছিল যুদ্ধের শেষে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছি। তারা বিরাট ভুল করেছিল।" কথাগুলি ২৯ বছর বয়স্ক খালেদ নামে এক পেশীবহুল সুগঠিত দীর্ঘকায় ইরাকির। 'নিউজ ডে' পত্রিকার কাছে এক সাক্ষাৎকারে নিজেকে সাদ্দাম হোসেনের ফিদায়েঁ বাহিনীর একজন নেতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সঙ্গে রয়েছে বহু লোক এবং মার্কিনীরা যতটা ভাবে তার থেকে আমরা অনেক বেশি সংগঠিত। ওদের চেয়ে আমাদের ধৈর্যও অনেক বেশি, এবং আমরা এ ধরনের গেরিলা যুদ্ধের জন্য অনেকদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিলাম।'

কথাগুলি যে নেহাত কথাই নয়, তার প্রমাণ — ১ মে যুদ্ধ শেষ বলে বুশের ঘোষণার পর থেকে দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন যৌথবাহিনী, বিশেষ করে মার্কিন সেনাদের উপর অসংখ্য আক্রমণের ঘটনা এবং তার ফলে অন্তত ২৯ জন মার্কিন সেনার মৃত্যু ও আরও অনেক বেশি সংখ্যক আহত হওয়ার খবর। (সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে এ পর্যন্ত ১৬৭ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে — সঃ, গণদাবী)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, যৌথবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়েছিল, ফিদায়েঁরা তাদের অন্যতম। আবার পরবর্তী সময়ে মার্কিনীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করছে এই ফিদায়েঁরা — পূর্বতন বাথ পার্টির সদস্য, ইরাকি সৈন্য, গোয়েন্দা অফিসার ও সাদ্দাম সমর্থকদের সঙ্গে মিলে। এদের লক্ষ্য হল দখলদার বাহিনীকে এক দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনা — যার লক্ষ্য ইরাকের মাটি থেকে মার্কিন সেনাদের তাড়ানো। ইতিমধ্যে এরা বহু পাঁচ-ছয় সদস্যের সেলের নেট ওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, যারা এক গোপন নেতৃত্বের নির্দেশে কাজ করছে। নানা নামে এরা পরিচিত — ফিদায়েঁ, ইরাক মুক্তিফৌজ, মুহম্মদ বাহিনী ইত্যাদি। গেরিলা সংগঠনের রীতি অনুযায়ী খুব অল্প লোকই জানে নেটওয়ার্ক কতদূর বিস্তৃত। এঁরা মনে করেন সাদ্দাম জীবিত।

ফালুজায় এক বন্ধুর বৈঠকখানায় বসে খালেদ জানান, তিনি সাদ্দামের গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছিলেন এবং মার্কিনীদের ওপর সাম্প্রতিক বেশ কিছু আক্রমণ তিনি সংগঠিত করেছেন। খালেদ জানান, তাঁরা বিভিন্ন প্যালেস্টিনীয় গোষ্ঠী, লেবাননের হিজবুল্লা বাহিনী (যারা লেবাননের ওপর ইজরায়েলের ২২ বছরের দখলদারির অবসান ঘটিয়েছিল ইজরায়েলি বাহিনীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে) ইত্যাদি দেশবিদেশের গেরিলা বাহিনীর লড়াই-এর উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন। সেইসঙ্গে তাঁরা আত্মঘাতী বাহিনীও গড়ে তুলছেন মার্কিন কনভয় ও শিবিরগুলির উপর আক্রমণের জন্য। তাছাড়া তাদের খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য ধরনের সাহায্য জোগাচ্ছেন যে সব সাধারণ ইরাকি তাদের নিয়েও একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন।

ফলে মার্কিনীদের উপর সাম্প্রতিক আক্রমণকে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড বাথ পার্টি ও সাদ্দাম আমলের জেল থেকে খালাস করে দেওয়া অপরাধীদের অসংগঠিত আক্রমণ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলেও, খালেদের সাক্ষাৎকার অন্য কথাই বলছে। তা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ফিদায়েঁ ও অন্যান্য নানা গোষ্ঠীগুলি এক দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মার্কিন আক্রমণের শেষ দিকে এক ইরাকি জনতা বলেছিল, 'এবার আমরা হেরে গেলাম, কিন্তু দেখে নেবেন ইরাকিরা এ জিনিস মেনে নেবে না, একদিন আমরা আমেরিকানদের মেরে তাড়াব।' যুদ্ধ জয়ের ঝলকানিতে মার্কিনীরা এ কথা নিশ্চয়ই শোনেনি। মনে হয়, এবার তারা কথাগুলির গুরুত্ব বুঝতে শুরু করবে।

(সূত্র ঃ http://www.newsday.com)

দক্ষিণ কোরিয়া

পুলিশি অত্যাচার উপেক্ষা করে প্রাইভেটাইজেশনের বিরুদ্ধে সফল রেল ধর্মঘট

রেল ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করার নাম করে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার রেলকে বেসরকারীকরণ করতে উদ্যোগ নিলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দক্ষিণ কোরিয়ার রেল শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামে। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ কোরিয়া সরকার এ বছরই আরেকবার রেল বেসরকারীকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু রেলশ্রমিকরা ধর্মঘট করার হুমকি দেওয়ায় সরকার পিছু হটে যায়। এবার আবার সরকার সেপথে পা বাড়ানোয় রেল শ্রমিকরা ধর্মঘটে নেমে যায়।

ধর্মঘট ভাঙার জন্য ১০ হাজারের বেশি পুলিশ রাজধানী সিওল সহ দেশের অন্য শহরগুলিতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের খোঁজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং অন্যান্য স্থানে হানা দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, যখনই এদেশের শ্রমিকরা বা সাধারণ মানুষ ধর্মঘটে নামে তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় দেশের ছাত্রসমাজ। ধর্মঘট চলাকালীন ধর্মঘটীদের অস্থায়ী আস্তানা হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলি। মিলিটারি শাসন থেকেই এ জিনিস চলে আসছে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সংবাদপত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, ধর্মঘটীদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানো হচ্ছে বলে সে দেশের শিল্পপতিরা সরকারের তীব্র সমালোচনা শুরু করলে সরকার ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে ধর্মঘট ভাঙার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়।

অল্প কয়েক হাজার রেলওয়ে শ্রমিক মধ্য সিওলের ইডন সেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ধর্নায় বসেছিলেন, তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্য ৫৪০০ জন পুলিশ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পুলিশ লাঠি ও বেত নিয়ে পিকেটিং রত শ্রমিকদের তাড়া করলে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী রেলশ্রমিকরা তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে স্থানে স্থানে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ৬০০ রেলশ্রমিককে আটক করেছে।

সর্বশেষ পাওয়া খবরে প্রকাশ, ধর্মঘটী রেলশ্রমিকদের সমর্থনে ৩০ জুন সিওলে লক্ষাধিক শ্রমিক মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এ সমাবেশের উদ্যোক্তা হচ্ছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন কে সি টি ইউ তথা কোরিয়ান কনফেডারেশন অব্ ট্রেড ইউনিয়নস। (সংবাদ সূত্র ঃ ডেকান হেরাল্ড, ২৯ জুন ২০০৩ এবং এ পি, এ এফ পি, ১ জুলাই ২০০৩)

পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের তীর্থভূমি মিথ্যাচার ও জালিয়াতির উপর দাঁড়িয়ে আছে

ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রবীণ উপদেষ্টা ডেভিড কেলিকে ১৭ জুলাই তাঁর বাসস্থানের কিছু দূরে একটি ঝোপের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এটা আত্মহত্যা, না খুন — তদন্তে যে কথাই প্রমাণ হোক, অথবা তদন্তের উদ্দেশ্য যদি হয় সমস্ত ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া, তাতেও টনি ব্লেয়ারের হাতের রক্তের দাগ মোছা যাবে না, এবং অপর জালিয়াতচূড়ামণি জর্জ বুশও রেহাই পাবেনা।

ইরাকে আগ্রাসন চালাবার আগে ব্রিটেনের পার্লামেণ্টে (হাউস অফ কমন্স) প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের নাটকীয় ভঙ্গিমায় ভাষণ, ওয়াশিংটনে মার্কিন জনতার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট জর্জ বুশের বক্তৃতা বি বি সি টেলিভিশনের মাধ্যমে ভারতেও শোনা গিয়েছিল, অনেকের হয়তো তা স্মরণেও আছে। সাদ্দাম হুসেনের হাতে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে, যেকোন মুহূর্তে যা বিশ্বে বিপদ ঘটাতে পারে — এটাই ইরাক আক্রমণের অজুহাত হিসাবে খাড়া করেছিল মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। এটা যে অজুহাত —প্রকৃত কারণ নয়, সেটা বিশ্বের জনগণ ধরতে পেরেছিল, প্রতিবাদে দেশে দেশে রাস্তায় নেমেছিল লাখে লাখে জনগণ। এরপর রাষ্ট্রসংঘের পাঠানো অস্ত্র পরীক্ষক দল নিরাপত্তা পরিষদে পরিষ্কার জানাল যে, ইরাকে কোনও বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের সন্ধান তারা পায়নি। ফলে বুশ-ব্লেয়ারের যুদ্ধচক্রান্ত বানচাল হওয়ার উপক্রম হয়, বিশ্বজোড়া গণপ্রতিবাদের জোয়ার দেখা দেয়।

এমন প্রবল বিরুদ্ধ জনমত সাম্রাজ্যবাদীরা আঁচ করতে পারেনি। এসময়ই বুশ ও টনি ব্লেয়ার হাতে 'গোয়েন্দা রিপোর্ট' নিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার নতুন কৌশল নেয়। সি আই এ'র রিপোর্ট দেখিয়ে জর্জ বুশ যা বলেছে, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তরের গোয়েন্দা রিপোর্ট হাতে নিয়ে টনি ব্লেয়ার সেকথাই ব্রিটেনের পার্লামেণ্টে পুনরাবৃত্তি করেছে। এরা নিজের দেশের ও বিদেশের জনগণকে বলেছে, আফ্রিকার নাইজার থেকে ইউরেনিয়াম আমদানি করে সাদ্দাম হুসেন পরমাণু অস্ত্র বানিয়েছে, এখনই সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করতে না পারলে মার্কিন ও ব্রিটিশ জনগণের ঘোর বিপদ।

৯ এপ্রিল মার্কিন সেনা বাগদাদ দখল করার ১০০ দিন পরেও কোনও মারণাস্ত্রের কোনও চিহ্ন ইরাকে পাওয়া যায়নি। তাহলে বুশ ও ব্লেয়ার যে গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা বলেছিল, সেগুলি কি জাল? এই প্রশ্নে আমেরিকা ও ব্রিটেনে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সি আই এ'র কর্তা, প্রেসিডেণ্টকে মিথ্যাচার ও জালিয়াতির অভিযোগ থেকে বাঁচাতে বিবৃতি দিয়ে বলেছে, সি আই এ ভুল করেছিল, জর্জ বুশের কোন দোষ নেই। টনি ব্লেয়ারও এরকম কিছু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বি বি সি একটি সংবাদ অনুষ্ঠানে গোয়েন্দা রিপোর্টের জালিয়াতি ফাঁস করে দিয়ে জানিয়ে দেয়, ব্লেয়ার সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের কর্তা অ্যালিস্টার ক্যাম্পবেলের নির্দেশেই গোয়েন্দা রিপোর্টে গোঁজামিল দেওয়া হয়েছিল। বি বি সি এও জানিয়ে দেয় যে, প্রতিরক্ষা দপ্তরের জনৈক অফিসারই তাদের এ তথ্য দিয়েছেন। বুশের মতই টনি ব্লেয়ারের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ক্ষিপ্ত কর্তারা ঐ 'বিশেষ অফিসারের' খোঁজ শুরু করে দেয়, এবং ডেভিড কেলির উপরই তাদের বিষ নজর পড়ে। শ্রী কেলি একদা ইরাকে অস্ত্রপরীক্ষক দলের সদস্য হিসাবেও গিয়েছিলেন। শুরু হয় ডেভিড কেলিকে জেরা করা। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর উপর প্রবল মানসিক চাপ দেওয়া শুরু হয়। এরপরই পাওয়া গেল তাঁর মৃতদেহ।

এই মৃত্যু প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে, ইরাক আক্রমণের অজুহাত তৈরির জন্য বুশ ও ব্লেয়ার বিশ্বের ও নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে মিথ্যা বলেছে, দলিল জাল করেছে এবং তারপর ইরাকে আগ্রাসন চালিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করে স্বাধীন ইরাককে দখল করেছে লুঠ করার জন্য। এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের দুই তীর্থভূমি আমেরিকা ও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার স্বরূপ।

ভারত-পাক বিরোধে লাভ কাদের

পাকিস্তানের ছোট্ট মেয়ে নূর ফতিমার হার্ট সার্জারি হয়েছে ভারতে এব) সে জীবন ফিরে পেয়েছে। দু-দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের সুফলের নজির হিসাবে স)বাদপত্রে এই খবর বেশ বড়ো আকারে ছাপা হয়েছে। কিন্তু নূর ফতিমার বাবা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নাদিম সাজ্জদ যা বলেছেন তা খুবই অকিঞ্চিৎকরভাবে ছাপা হয়েছে। (দ্রঃ দি হিন্দু, ১৬-৭-০৩) ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা থাকলে লাভ কাদের ? তিনি বলেছেন — ***"লাভ রাজনীতিক, সেনানায়ক ও মাল্টি ন্যাশানাল কোম্পানির মালিকদের। ... রাজনীতিকরা উত্তেজক পরিস্থিতিকে কাজে লাগায়, সেনানায়করা আরও অস্ত্র চায়, মাল্টি ন্যাশানালরা অস্ত্র বেচে। তারাই জেতে। আর সাধারণ মানুষ হারে, তারা অযথা যুদ্ধে প্রাণ হারায়।"*** *রাষ্ট্রের দণ্ড মুণ্ডের কর্তাদের কাছে নূরের বাবার কথাগুলি তেতো, তাই 'বহুল প্রচারিত' কাগজে তা উল্লেখযোগ্য ঠাঁই পায়নি। কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলেও জানাতে হবে বৈকি !*

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আলো বর্জন

একের পাতার পর

পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়নি, দ্বিধা-দোদুল্যমানতা কাটিয়ে পরস্পরের প্রতি সংগ্রামী হাত বাড়িয়ে সেকথা তাঁরা আবারও প্রমাণ করেছেন।

বিদ্যুৎ-আলো বর্জন কর্মসূচির সাফল্যে উদ্বেল জনসাধারণ ৭-৩০টার পরেপরেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু জায়গায় মিছিলে সামিল হন। এমনকি লেনিন সরণীতে বিরাট সংখ্যক মানুষ সন্ধ্যা ৭টায় বিদ্যুতের আলো-বর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই 'মোমবাতি' জ্বালিয়ে মিছিল করেন। কোথাও কোথাও যদি দু'এক জন দোকানদার আলো নেভাতে ইতস্তত করেছেন পাশের সহকর্মীরাই তাঁদের এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এককথায়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎনীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁদের রায় দিয়েছেন বলিষ্ঠভাবে। এই প্রতিবাদের রাস্তায় মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন প্রায় দলমতনির্বিশেষে। যদিও বাঁকুড়ায়, কলকাতার হাতিবাগানের একটি দোকানে, গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন বাজার সহ কোথাও কোথাও খুবই বিচ্ছিন্ন কিছু হুমকি-হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে সি পি এম দলভুক্ত কিছু দুষ্কৃতকারী, কিন্তু অন্যান্য দলের মতই সি পি এমের ব্যাপক সাধারণ কর্মী-সমর্থকদেরও সমর্থন ছিল এই আন্দোলনের প্রতি। বিদ্যুৎনীতির প্রশ্নে আসামে-দিল্লিতে এক রকম, পশ্চিমবঙ্গে ভিন্নরকম — নেতৃত্বের এই দ্বিচারিতা কর্মীরা মেনে নিতে পারেননি, তাঁরা কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ব্যাপকতায় এক জায়গায় স্থানীয় সি পি এম অফিসে উপস্থিত কর্মীরাও ১০/১৫ মিনিটের মাথায় অফিসের আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বেলে বসেছেন। এরপরও মানুষের এই রায় যদি সি পি এম ফ্রন্ট সরকার মেনে না নেয়, তাহলে হবে আরও সংঘবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন। ১৯ জুলাই-এর আন্দোলনের সাফল্য সেই সম্ভাবনারই সূচক।

যাঁরা কথায় কথায় আন্দোলন-মিছিল-বন্‌ধের বিরোধিতা করে বলেন বন্‌ধ সফল হয় ছুটির মেজাজে, বা জোর জবরদস্তিতে, তাঁদের কাছে ১৯ জুলাই দিয়েছে সঠিক জবাব। কেউ জবরদস্তি করেনি, ছুটির মেজাজের প্রশ্ন নেই — বরং রয়েছে অল্প সময়ের জন্য হলেও কষ্ট স্বীকার — তা সত্ত্বেও আন্দোলনের প্রয়োজনে, অন্যায়-অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ লাখে লাখে বিদ্যুতের আলো বর্জন করেছেন — আগামী দিনে আন্দোলনের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করার অঙ্গীকার নিয়েই। বিদ্যুৎ আলো-বর্জনের কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে যে একতা গড়ে উঠল, সেই একতাই সংগঠিত রূপ নিয়ে একদিন আন্দোলনের জয় ছিনিয়ে নেবে।

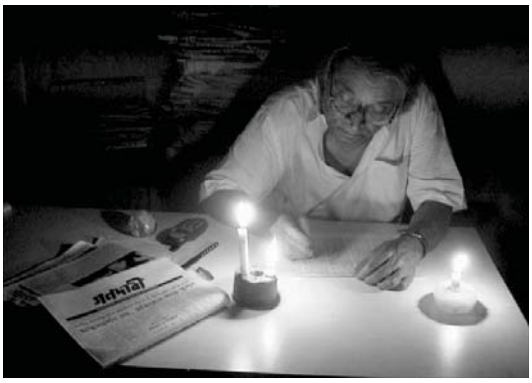

সম্পাদকীয় দপ্তরে কর্মরত কমরেড রণজিৎ ধর — বিদ্যুৎ আলো বর্জনের সময়

এস ইউ সি আই-এর অভিনন্দন

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৯ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন —

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিভক্ত বাংলা যেমন একদিন ঘরে ঘরে 'অরন্ধন' কর্মসূচি পালন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আজ পশ্চিমবঙ্গও সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতির প্রতিবাদে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ-আলো বর্জন করে গণআন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করলো।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে এজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ২১ আগস্টের বাংলা বন্‌ধ সহ পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচিগুলিকে একইভাবে সফল করার আহবান জানাচ্ছি।"

ক্যানিংয়ে প্রবীণ পার্টি কর্মী নিহত

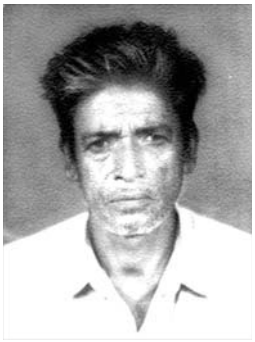

গত ১৪ জুলাই সকালে ক্যানিং (পশ্চিম) থানার গোপালপুর পঞ্চায়েতের অধীন বধুকুলো গ্রামে এস ইউ সি আই-এর প্রবীণ চাষীকর্মী কমরেড পাঁচু হালদার (৬২) যখন নিজের জমিতে ধান রুইছিলেন, একদল দুষ্কৃতী বন্দুক নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে। এই আক্রমণে তাঁর দুই ছেলেও গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে।

জোতদারের কবল থেকে উদ্ধার করা এই জমি নিয়ে কিছু বিরোধ তৈরি করা হয়েছিল, মামলাও হয়েছে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই জমির উপর পাঁচু হালদারের মালিকানাই স্বীকৃত হয়েছে, দলিলও তাঁর পক্ষেই রয়েছে। ৩০/৩৫ বছর যাবত তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাই এই জমি চাষ করে আসছেন, গরিব পরিবারের এই জমিই একমাত্র বাঁচার সম্বল। 'জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধ রয়েছে' এই ছুতো তুলে কিছু মানুষকে সামনে রেখে কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক শক্তি প্রায়শই গোলমাল বাধাবার ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু পাঁচু হালদার বলিষ্ঠভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোপালপুর পঞ্চায়েতে এস ইউ সি আই গরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সফল হলেও, বধুকুলো গ্রামের আসনটিতে এবার সি পি এম জয়ী হয়। তারপরেই দিনের আলোয় ঘটে গেল বর্বর হত্যাকাণ্ড। ফলে, প্রত্যক্ষভাবে যারাই হত্যা করে থাকুক, সি পি এমের ইন্ধন ছাড়া এ হত্যা সম্ভব হত না বলেই গ্রামবাসীদের অভিমত।

আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে দলে দলে কর্মী ও সাধারণ মানুষ ছুটে আসেন। সমগ্র গ্রামেই শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের জেলা নেতারাও যান, শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৬ জুলাই সকালে কমরেড পাঁচু হালদারের মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল শেষে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। চাষী আন্দোলনের প্রবীণ কর্মীর এমন বর্বর হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার জনগণ অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি তুলেছেন।

বর্ধিত টিউশন ফি ও ক্যাপিটেশন ফি প্রত্যাহারের দাবিতে অল বেঙ্গল মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাকশান ফোরামের উদ্যোগে কলকাতা মেডিকেল কলেজে অনশন-অবস্থান

উত্তর ২৪ পরগণা

হাসপাতালে ডেপুটেশন

বারাকপুর মহকুমার 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে একটি সভা ও সুপারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। সভায় বক্তারা বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন পরিষেবামূলক ব্যবস্থাকেও ব্যক্তিমালিকের বাণিজ্যিক পণ্য করে তুলছে। ইন্দ্রাণী হালদারের নেতৃত্বে কল্পনা রায়, সুজাতা রায়, ইলা চক্রবর্তী ও রিমা বলকে নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল সুপারের সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রায় এক হাজার রোগীর আত্মীয় পরিজন ও স্থানীয় মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র পেশ করে তাঁরা হাসপাতালে সব ধরনের প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা, ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ ও ব্লাড ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

বর্ধমান

কৃষক-খেতমজুর ডেপুটেশন

কাটোয়া ব্লক-১, কেতুগ্রাম ব্লক-১ ও মঙ্গলকোট ব্লকে যথাক্রমে গত ২৭ জুন, ৩০ জুন ও ৮ জুলাই এস ইউ সি আই কাটোয়া আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও'র কাছে ১৫ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দাবিগুলির সমর্থনে এক পক্ষকালব্যাপী প্রচার আন্দোলন হয়। বর্ষার মধ্যেও ডেপুটেশনগুলিতে কৃষক ও খেতমজুররা দলে দলে যোগ দেন। দাবিগুলির মধ্যে ছিল — সকল গরিব মানুষকে বিপিএল কার্ড দিতে হবে, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে, চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত করতে হবে, বাড়তি খাজনা ও সেস্ কমানো চলবে না, হাসপাতালে ডাক্তার ও ওষুধের ব্যবস্থা চাই, ইত্যাদি। ডেপুটেশনগুলিতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই কাটোয়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড জাকারিয়া।

নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণের জন্য আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করেছে

পাটনায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কনভেনশনে ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মা

সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের উদ্যোগে গত ১৩ জুলাই পাটনার আই এম এ হলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন শুরুর আগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সৈনিক শহিদ-এ-আজম ভগৎ সিং চক থেকে মিছিলের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং ছাত্র-যুব মিছিলে যোগ দেন। "পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ", "ভারত সরকার ইরাক মে ফৌজ ভেজনে কো ইরাদা ছোড়ো", "ভারত সরকার ডব্লু টি ও সে নাতা তোড়ো", "ভূমণ্ডলীকরণ, উদারীকরণ কি নীতি ওয়াপস্ লো" ইত্যাদি স্লোগানে মিছিল ছিল মুখর। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ডঃ এস এল মণ্ডল, ডঃ পি গুপ্তা, ডঃ ও পি জয়সওয়াল, অরুণ সিং এবং 'সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামে'র সহ সভাপতি মানিক মুখার্জী।

কনভেনশন উদ্বোধন করে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডঃ রামশরণ শর্মা বলেন —"পৃথিবীর সমস্ত দেশকে নিজের কব্জায় আনার ষড়যন্ত্র করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে ইরাক আক্রমণ করেছে। বিশ্বজোড়া জনমতের কোন তোয়াক্কা সে করেনি।" তিনি বলেন, "পুঁজিবাদী দেশগুলি বিশ্বায়নের কর্মসূচি রূপায়িত করায় মানুষে মানুষে বৈষম্য অনেক বেড়েছে, বেকারসমস্যা তীব্র হয়েছে, সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়েছে।"

কনভেনশনের প্রধান অতিথি ডঃ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার বলেন — "সাম্রাজ্যবাদ গোটা দুনিয়ার সামনে বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের অন্যান্য দেশের সম্পদ কব্জা করা। ইরাকের ওপর মার্কিন হামলার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন — আমেরিকায় বেকার বাড়ছে, আর্থিক পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার উপক্রম, সংকট ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ইরাকের ওপর আক্রমণের একটা উদ্দেশ্য হল মার্কিন সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্পকে চাঙ্গা করা।" তিনি বলেন — "বর্তমানে সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে মারাত্মক গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে আমেরিকারই হাতে। আমেরিকা আজ বিশ্বে বৃহৎ সুপার মাফিয়া শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইরাকে কত মানুষ মারা গিয়েছে তা কেউ জানে না। ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়ে ওষুধের অভাব ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ লাখ ইরাকি শিশুকে হত্যা করেছে।"

তিনি আরও বলেন — "আজ বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কেউ নেই। সকলেই তার কাছ থেকে অস্ত্র কেনে। ভারতের শাসকগোষ্ঠী কখনই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। উপরন্তু ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদই দেশের মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ। দেশীয় সাম্রাজ্যবাদ বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি চেষ্টার কোন কসুর করছে না। তারা চায় দেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান — এইভাবে বিভক্ত হয়ে থাকবে এবং বি জে পি চিরদিন শাসন চালিয়ে যাবে।"

কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের সহ সভাপতি মানিক মুখার্জী বলেন — "বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর যুদ্ধের বিপদ বেড়ে গিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদকে খতম না করতে পারলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তিনি বলেন, ভারত একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ। ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে এবং আমেরিকার সঙ্গে 'গিভ অ্যাণ্ড টেক পলিসি' নিয়ে চলছে।"

ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন — "আপনারা যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে সকলেই এগিয়ে আসুন, যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।"

এছাড়া কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে অরুণ কুমার সিংহ, পরমানন্দ সিং মদন, কেদার পাণ্ডে, এল এন শর্মা, ডাঃ বশী আহমদ, ডাঃ আর পি সিংহ, ডঃ রামকিশোর প্রসাদ, বি প্রশান্ত প্রমুখ। কনভেনশন থেকে ৪১ জন সদস্য নিয়ে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের বিহার রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। পাটনা মেডিক্যাল কলেজের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রফেসর ডাঃ এস এল মণ্ডল কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সহ সভাপতি হয়েছেন মুজঃফরপুরের এল এস কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ রামকিশোর প্রসাদ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এল এন শর্মা এবং পাটনা হাইকোর্টের প্রবীণ অ্যাডভোকেট অঞ্জনা প্রকাশ। বিহার মাধ্যমিক পরীক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর ও পি জয়সওয়াল সম্পাদক, অরুণ কুমার সিং এবং মীরা দত্ত সহসম্পাদক এবং সাধনা মিশ্র কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের বিহার রাজ্য শাখার পত্রিকা, শীঘ্রই যা প্রকাশিত হবে, তার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ সেন।

তেলের উপর করবৃদ্ধি ও পরিবহণ মন্ত্রীর দূরদর্শিতা

পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন, এ রাজ্যে ১০ বছর ধরে তেলের বিক্রয় কর একই জায়গায় আছে ; তাই এবার তা বাড়ানো হচ্ছে। ডিজেলের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর ছিল ১২.৫৫%, বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৭%। পেট্রোলের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর ছিল ১৯%, তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৫%। এই কর বৃদ্ধির ফলে লিটার পিছু ডিজেলের দাম ২০.৪৭ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২১.৩৯ টাকা। তেলের দাম বাড়লে বাসের ভাড়া বাড়বে এটাই সরকার বলে। কিন্তু এবার তা বাড়ছে না স্রেফ আমাদের পরিবহণ মন্ত্রীর দূরদর্শিতার জন্য। তিনি বলেছেন, 'বাস-ট্যাক্সির ভাড়ার উপরে এই করবৃদ্ধির কোন প্রভাব পড়বে না, কারণ গতবার ভাড়ার তালিকা তৈরির সময় ঐ কর বাড়ানোর বিষয়টিও আগাম বিবেচনা করা হয়েছিল।' সত্যি, দূরদর্শিতা বটে ! কর বাড়াবার আগেই সেই টাকা টিকিটের দামে ঢুকিয়ে যাত্রীদের অজ্ঞাতে কত সুন্দরভাবে তাদের পকেট কাটা যায় এবং বাস মালিকদের পকেট ভরিয়ে দেওয়া যায়, একমাত্র এ রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী ছাড়া ভূভারতে আর কারও এ অভিনব কৌশল জানা নেই।

কৌশলটি কী? ১৫ জুলাই থেকে কর বসার পর ডিজেলের দাম ৯২ পয়সা, পেট্রোলের দাম ১.৯০ টাকা বেড়েছে, এর জন্য বাসমালিকদের লাভ কমে যাবে না। কারণ, তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য গত ১/৪/০৩ রাজ্য সরকার যে বর্ধিত বাসভাড়া চালু করে সেই বর্ধিত বাসভাড়া ঠিক করা হয়েছিল তখনকার বর্ধিত ডিজেলের দামের ওপর (২৩.৫১ টাকা) ভিত্তি করে নয়, তার সঙ্গে বাড়তি ৯০ পয়সা যুক্ত করে। অর্থাৎ, তেলের দামের অনুপাতে বাসের ভাড়া তখন বাড়ানো হয় অনেক বেশি।

তেলের ওপর কর চালু হচ্ছে ১৫ জুলাই থেকে। পরিবহণ মন্ত্রীর বদান্যতায় তাহলে ঐ বর্ধিত দাম যাত্রীদের কাছ থেকে আগের থেকেই ভাড়ার সঙ্গে যুক্ত করে আদায় করেছে বাস মালিকরা এবং তা বাস মালিকদের পকেটে এতদিন গেছে। যাত্রীদের এই বাড়তি টাকা স্রেফ মালিকদের লাভের ওপর বোনাস। এমন দূরদর্শী মালিকপ্রেমী সহৃদয় পরিবহণ মন্ত্রী বাসমালিকরা আর কোথায় খুঁজে পাবে !

এবার তেলের ওপর যে ট্যাক্স বসানো হল তার কারণ হিসাবে পরিবহণ মন্ত্রী বলেছেন, রাষ্ট্রীয় পরিবহণের যে ঘাটতি, তা পূরণে রাজ্য সরকার অনুদান দেয়। এখন থেকে এই ঘাটতির ২০% সরকার দেবে না, তার জন্যই এই তেলের করবৃদ্ধি। তেলের ওপর কর চাপিয়ে সহজে টাকা তোলার রাস্তা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার সহজেই নেয়। তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে শুধু বাসের ভাড়া বাড়েনা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমস্ত জিনিসপত্রেরই দাম বাড়তে থাকে, এমনকি কৃষি ও শিল্প উৎপাদনেরও দাম বাড়ে। অপরদিকে রাজ্য সরকারের রাষ্ট্রীয় পরিবহণে যে ঘুঘুর বাসা, তা না ভেঙে দাম বাড়িয়ে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা আসলে ফুটো পাত্রে জল ভরার মতই। আসলে এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার নানা অজুহাতে কত রকমভাবে করের বোঝা চাপিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা যায় তারই পথ খুঁজছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের বি জে পি জোট সরকারের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কোনও তফাৎ নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, কৃষি, খাজনা, জল — সর্বত্র মূল্যবৃদ্ধি করবৃদ্ধির বোঝা। জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে যে টাকা তারা আদায় করছে তার একটা ভাল অংশ চলে যাচ্ছে নেতা-মন্ত্রীদের বিলাসিতা, আরাম-আয়েস, চুরি-দুর্নীতিতে, আর দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের নানারকম সুযোগ সুবিধা সাহায্য অনুদান দিয়ে গদিকে নিরাপদ করার চেষ্টায়। এই হৃদয়হীন প্রতারক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনই একমাত্র পথ। আন্দোলনের চাপেই বাসের ভাড়া কিছুটা হলেও কমেছে, হাসপাতালের চার্জ, বিদ্যুতের মূল্য কিছুটা কমেছে। চাই আরো জোরালো সংগঠিত আন্দোলন।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৪৯ সংখ্যা

'স্কুলের ফি আরও বাড়ানো হবে' — শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণার প্রতিবাদে ১৭ জুলাই ডি এস ও'র নেতৃত্বে শত শত ছাত্রছাত্রী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দরজায় বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়।

২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

একের পাতার পর

যেখানেই মিটিং মিছিল করছি সেখানেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আমাদের দলের মহিলা কর্মীদের সম্ভ্রমহানি পর্যন্ত করছে। এ রাজ্যে 'রাজনৈতিক হত্যা' এখন প্রতিদিনের ঘটনা, চলছে 'রাজনৈতিক ধর্ষণ'। একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি।"

তিনি বলেন, "রাজ্য সরকারেরই নিযুক্ত মানবাধিকার কমিশন সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলেছে, যাদের পিছনে পলিটিক্যাল ব্যাকিং মানে শাসক দলের মদত আছে এবং যাদের আর্থিক প্রতিপত্তি আছে অর্থাৎ বড় ব্যবসায়ী, জোতদার, শিল্পপতি — তাদের কথা মত এ রাজ্যের পুলিশ চলে। এসবের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি।"

তিনি বলেন, "শুধু একদিনের বন্‌ধ নয়, আমাদের আন্দোলন লাগাতার চলছে। গত জুন মাসে ৭ দিনের বিদ্যুৎ বিল বয়কট করা হয়েছে, গ্রাহকরা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন। ২০-৩০ জুন গ্রামাঞ্চলে চাষীরা তাদের দাবি নিয়ে আমাদের নেতৃত্বে আন্দোলন করেছে। স্কুলে স্কুলে সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির দাবিতে, বর্ধিত ফি, ডোনেশন ও ক্যাপিটেশন ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। শিশুমৃত্যুর ঘটনার সময় রাজনৈতিক স্টান্ট দেবার জন্য যেদিন মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে যান আমরা সেদিন শোকদিবস পালন করেছি। ঐ দিন মুর্শিদাবাদে শিশুকোলে মায়েরা মিছিল করেছে, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। ২০ জুন ঐ জেলায় আমরা ২৪ ঘন্টার বন্‌ধ পালন করেছি। ১৯ জুলাই সন্ধ্যে ৭টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত বিদ্যুতের আলো বর্জনের যে ডাক 'অ্যাবেকা' দিয়েছে আমরা তাকে সমর্থন করেছি।" তিনি আরও বলেন, "ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিভক্ত বাংলা যেমন একসময় অরন্ধন পালন করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল, তেমনি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও বিদ্যুতের আলোবর্জন কর্মসূচি ঘরে ঘরে উদ্‌যাপিত হবে। ২৫ জুলাই এ রাজ্যের সংগঠিত ও অসংগঠিত হাজার হাজার শ্রমিক কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশ করবে। ২৯ জুলাই ছাত্রদের ডাকা সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য আমরা আবেদন জানিয়েছি। ৬ আগস্ট মায়েরা, ডাক্তার-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে স্বাস্থ্যের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন। ঐদিনই রাজ্যের শিক্ষকরা বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন। ১৩ আগস্ট ছাত্র-যুবরা কলকাতায় করবে মহামিছিল; এরই ধারাবাহিকতায় ২১ আগস্ট পালিত হবে বাংলা বন্‌ধ। বন্‌ধের পরেও যদি সরকার দাবি না মানে তবে জেলা ও রাজ্য স্তরে আমাদের আন্দোলন চলতেই থাকবে এবং তা বৃহত্তর পর্যায়ে যাবে।" সবশেষে তিনি বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিমবাংলার সমস্ত স্তরের জনগণ এমনকি সি পি এম সহ ফ্রন্ট শরিক দলগুলির সাধারণ কর্মী সমর্থকেরা এবং অন্যান্য বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকেরা অতীতে যেমন আমাদের আন্দোলনগুলিকে ও বাংলা বন্‌ধকে সফল করেছেন, এবারেও তেমনি সফল করে তুলবেন।"

ছাত্র আন্দোলনের চাপে সরকার পিছু হটছে

একের পাতার পর

নিন্দায় ১৯ জুলাই সংগ্রামী ছাত্ররা প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ঐদিনও এস এফ আই বাহিনী একটি ক্লাসের মধ্যে অ্যাকশন ফোরামের সদস্যদের আক্রমণ করে, বিপ্লব চন্দকে বেধড়ক মারধোর করে।

ইতিমধ্যেই পৃথকভাবে রাজ্যের উনত্রিশজন প্রথম সারির চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দিয়ে ফি বৃদ্ধি ও ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ডাক্তারিতে ছাত্রভর্তির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। আই এম এ'র পক্ষ থেকেও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছে।

মেডিকেল সহ স্কুল-কলেজে সর্বত্র ব্যাপকভাবে ফি-বৃদ্ধির সরকারি সর্বনাশা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১৭ জুলাই বিধানসভা ভবনের দরজায় ডি এস ও'র নেতৃত্বে শত শত ছাত্র ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি সর্বতোভাবে ডাক্তারি ছাত্রদের এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা

মুরলীধর গার্লস কলেজে ছাত্রী আন্দোলনের জয়

ছাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায়ের অভিনব পন্থা হিসাবে কলকাতার মুরলীধর গার্লস কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের অনেককে কম ক্লাস করার অজুহাতে 'ডিসকলেজিয়েট' এবং 'নন কলেজিয়েট' করে ভর্তির ক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের ফি দাবি করে। নিয়মিত ক্লাস করেছে এমন অনেক ছাত্রীর নামও ঐ তালিকায় দেখানো হয়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও পরিচালিত ছাত্রী সংসদ আন্দোলনে নামে। আবেদন-নিবেদন ডেপুটেশনেও অধ্যক্ষা তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় ছাত্রীরা ১০ জুলাই বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অধ্যক্ষার অফিস ঘেরাও করে। যতদিন না সমস্যার সমাধান হয় ততদিন ক্লাস বয়কট ও ভর্তির কাউন্টার অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ছাত্রী সংসদ। ধারাবাহিক এই আন্দোলনের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীসংসদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং ছাত্রীদের দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি করার ও নিয়মিত ছাত্রী হিসাবে পরীক্ষায় বসতে দেবার দাবি মেনে নেন। ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে এই জয় অর্জনের জন্য সংগ্রামী ছাত্রীদের অভিনন্দন জানান ছাত্রী সংসদের সম্পাদিকা কমরেড তনুশ্রী জানা।

মুর্শিদাবাদ

ছাত্র ভর্তি ও ফি কমানোর দাবি আদায় করল ডি এস ও

মুর্শিদাবাদ জেলায় উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। নামী-অনামী সকল স্কুলই ভাল ছাত্রদের ভর্তি করতে চাইছে। কম নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটতে চলেছে। সরকার বলছে ভর্তির কোন সমস্যা নেই, কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে। ভগবানগোলা ১নং ব্লকে মাধ্যমিক পাশ করেছে ৭০০ জন ছাত্র। মাত্র দুটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির সুযোগ আছে ৪০০ জনের। ভগবানগোলা ২নং ব্লকে মাধ্যমিক পাশ করেছে ৫৯২ জন। দু'টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির সুযোগ ২৯০ জনের মত। বাকী ছাত্ররা উদ্‌ভ্রান্তের মত দূরদূরান্তরের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির আশায় ছুটে বেড়াচ্ছে। আবেদনকারী সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে ডি এস ও'র উদ্যোগে ভগবানগোলা বয়েজ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করা হয় ১৫ই জুলাই। বাধ্য হয়ে প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডাকেন। ঘেরাওয়ের মধ্যে ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক ঘোষণা করেন, আবেদনকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হবে। আন্দোলনের ফলে বহরমপুর মহাকালী পাঠশালা ৫০ টাকা অতিরিক্ত ফি কমাতে বাধ্য হয়। হরিহরপাড়া হাইস্কুল ৮০০ টাকা ভর্তি ফি নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও আন্দোলনের চাপে ৩০০ টাকা করতে বাধ্য হয়। এগুলি ছাত্র আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য জয়ের নজির।

শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, ব্যবসায়ীকরণ, বেসরকারীকরণ, বৃত্তিমুখীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ রুখতে

২৯ জুলাই

সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট সফল করুন

এ আই ডি এস ও

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net